সারাংশ

অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধিকতার অনুষঙ্গে যে বিষয়গুলি অপরিহার্যরূপে উপস্থিত সেগুলি- পক্ষপাতরাহিত্য, বিমূর্ততা, বিষয়তা, সর্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। ফলত নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবেগ, অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, সহমর্মিতা এবং সদৃশ বিষয়গুলি বর্জিত হয়। পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদী দর্শন ভাবনায়, নৈতিক কর্তার পক্ষপাতরহিত অবস্থানকে তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। কর্তার আবশ্যিক গুণরূপে পক্ষপাতরাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তব জীবনে এটির প্রায়োগিক উপযোগিতা বিষয়ে একটি বিচারমূলক আলোচনা করা এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য। বিশেষরূপে নারীবাদী দর্শন ও চিন্তনের আলোকে এই বিশ্লেষণের প্রয়াস হয়েছে। নারীবাদী মতে, দর্শনের জগতে লিঙ্গনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নারীবাদী, যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন পক্ষপাতরহিত মানবতার আড়ালে, নারী তথা প্রান্তিক বর্গের যাপন, নৈতিক মননকে সিংহভাগ ধ্রুপদী তত্ত্বগুলিতে অবজ্ঞা করা হয়। মুলস্রোত দ্বারা প্রস্তাবিত পক্ষপাতরাহিত্য বাস্তবত পুরুষ পক্ষপাতের নামান্তর। নীতিবিদ্যায়, নারীর মনন শক্তির অবমাননার অবসান ঘটানোর স্বার্থে, নারীবাদীরা যে যে বিকল্প নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল দরদী নীতিবিদ্যা। নারীবাদীরা মনে করেন, মানুষ সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ, সে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে পারে না। দরদী নীতিবীক্ষায় তাত্ত্বিক স্তরে ব্যক্তিসাপেক্ষ ভাবনা ও পরিস্থিতি সচেতনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষের বৌদ্ধিক নীতি গঠনের ক্ষমতার মতো অপরের সাথে সম্পর্কিত থাকা, সংবেদনশীলতাও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। নীতিতত্ত্বে বিমূর্ততার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের অর্থ, মানব জীবনের বৈচিত্র্য এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা। পরিশেষে বলা হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ যাপনের লক্ষ্যে একটি যথার্থ মানবধর্মী ন্যায় পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করে, তার ব্যবহারিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বুনন, নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের বিশেষতা, ভিন্ন

নৈতিক বোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র তত্ত্ব গঠনের খাতিরে মানব জীবনের বহুমুখীতাকে অদৃশ্য করার প্রয়াস বর্জন করে, বৈষম্যহীন, বাস্তব উপযোগী ন্যায় পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সাপেক্ষতা ও পৃথকতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।